11-7-58

মুভিটেক্ এর

ও আমার দেশের মাটি

BEE PHOTOS

মুভিটেক্ এর প্রথম নিবেদন :—

ও আমার দেশের মাটি

প্রযোজনা : অপরেশ লাহিড়ী ও সরোজ কুমার ঘোষ। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : পথিকৃৎ

সঙ্গীত পরিচালনায় : অপরেশ লাহিড়ী। কাহিনী : ফনী সরকার। চিত্রগ্রহণ : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা : অজিত দাস। শব্দগ্রহণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা মিত্র, মিনু কাতরাক্ (বম্বে)

শিল্প নির্দ্দেশনা : নরেশ ঘোষ। রূপ সজ্জা : শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়। দৃশ্যপট : অনু বর্দ্ধণ

প্রচার পরিচালনা : বিভাস সোম। স্থির চিত্র : বি, ফটোস্। প্রচার শিল্প অঙ্কনে : শম্ভু চ্যাটার্জি

পরিচয় অঙ্কন : শচীন ভট্টাচার্য্য। আলোক সম্পাত : শান্তি, হেমন্ত, মনোরঞ্জন, নিলু ও দেবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্তা শঙ্করী চৌধুরী, অরুণ গুপ্ত, নরেন বসু রায় ষ্টোর্স, বিভূতি ঘোষ।

নেপথ্য সঙ্গীতে :—

কুমার শচীন দেববর্ম্মণ, লতা মুঙ্গেশকর, আব্বাসউদ্দিন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, এ, টি, কানন, ডাঃ গোবিন্দ গোপাল, অপরেশ লাহিড়ী, মান্না দে, প্রসূন বন্দ্যোঃ, ডাঃ ভূপেন হাজারিকা, বাঁশরী লাহিড়ী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অমর পাল মনীন্দ্র দাস, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, প্রভাত ভূষণ, দীপক চক্রবর্ত্তী, নীলিমা বন্দ্যোঃ, মীরা চক্রবর্ত্তী, মানসী সোম, ছন্দা চক্রবর্ত্তী, অঞ্জলী সেন ও আরও অনেকে।

(কাহিনী)

গুরুদেব বিন্ধ্য মহারাজের কাছ থেকে দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'বসন্তমুখারী'র প্রথম পাঠ নিচ্ছিল অরুণ, হঠাৎ সহরের পথে এক গ্রামের বাউলের মুখ থেকে ভেসে এল অবিকল সেই সুর প্রতিধ্বনির মত। অরুণ অবাক হল—তারপর বুঝল, গ্রামের ঐ নদী, ঐ আকাশ আর মাঠের ঘাসফুলে লতায় লতায় লুকিয়ে আছে লোকসঙ্গীতের প্রবাল-পাহাড়।…চাষীর চৈতালী ধানে তারই সুর আগুন হয়ে জ্বলে,…কান্না হয়ে ঝরে মাঝির বৈঠার জলকেলিতে… গোধূলির রাঙ্গামাটির পথে তারই বেদনা…বৈরাগী সাধকের একতারার সহজ ছন্দে সেই সুরই এনে দেয় গভীর বৈরাগ্য।…অরুণ ছাড়ল কোলকাতা…সে জানে সহর জীবিকা দেবে…অনন্ত সুরের ছাড়পত্র দেবে না।

…উত্তরবঙ্গের এক অজানা গ্রামে মেয়েরা চলেছে 'ম্যাঘরাজা'র পূজো দিতে—হাতে তাদেব শ্বেত শঙ্খ—অন্তরে নিষ্ঠা, কণ্ঠে 'ম্যাঘরাজা'র সবক…অরুণ নাবল সেই গ্রামে, গ্রামের মোড়ল হরেন দাস, বাস্তভিটে হারিয়েছে কিন্তু প্রাণ হারায়নি…এই অচেনা অতিথির গান তাকে কাঁদালো…বললো অরুণকে গ্রামে থেকে যেতে…রাতে ঘুমপাড়ানী গান শুনে অরুণ মুগ্ধ হয়—কে? কার গান?…পদ্ম…পদ্ম ওর নাম পদ্ম…'আমার ভাইঝি' :হরেণ হাসে… বাপ মা নেই, নিজে গায়, নিজেই ঘুমোয়! অরুণ শোনে, অরুণ দেখে…মেঘকন্যার মতই কালোবরণ, শান্ত, শীতল কোমল পদ্ম…চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় কলের গানে অরুণের ভাঙ্গা রেকর্ডের গান শুনে পদ্ম ও আস্তে আস্তে বোঝে অতিথি যে সে নয় বড় গাইয়ে…ধীরে ধীরে ওদের জড়তা যায় ভেঙ্গে; ওরা দু'জন দুজনকে বোঝে ঠিক তেমনি করে যেমন করে আকাশ বোঝে বাতাসকে, মেঘ বোঝে বৃষ্টিকে। তবু সুর যেখানে, অসুরের আনাগোনা সেখানেই… বিধাতার অনাসৃষ্টি অনাথ রায়…প্রবীণ অনাথ রায়, গ্রামেই তার বাস, তার বড় আশার ধন পদ্ম…কল্পনার পাখায় তিনি ভ্রমর হয়ে ওড়েন পদ্মবনে…কিন্তু নতুন অতিথির আগমনে, মেলামেশায় ভ্রমরের পাখা গেল খসে,…বৃশ্চিকের মত পুচ্ছ নাচিয়ে একদিন হরেণকে উপদেশ দেন ঘর আর ইজ্জৎ সামলাতে।

অরুণ উধাও হল, ভয়ে নয় লজ্জায়, অপমানে। পদ্ম খুঁজল, খুঁজে যখন পেলোনা কাঁদলো খুব। হায়াণ বুঝলো ব্যাথা কোথায়!—ওরা যখন দুজনে মিলে অরুণকে খুঁজতে এলো গৌহাটিতে, অরুণ তখন কোথায় কে জানে, ...গাছের শাখা যেমন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুদিকে চলে যায়—অরুণ আর পদ্ম জীবনের দুই পথে হারিয়ে গেল ঠিক এমনি করে।

কোলকাতায় অরুণ খ্যাতি পেল গান করে...কিন্তু শান্তি পেলোনা, সে ভাবে পদ্ম কোথায়?.. পদ্ম? অরুণ জানেনা পদ্মও আর সে পদ্ম নেই; শহরের সঙ্গীতমহল তাকে টেনে নিয়েছে গলা শুনে...সঙ্গীত পরিচালক মণিময় ব্যানার্জি তার ঐ গেঁয়ো নামটাকে বদলে দিয়ে করেছেন 'লিলি'...আর তারই গাওয়া ঘাটের মাঠের মাটির-গন্ধ-মেশা গান গুলোতে পড়েছে শহরের পালিশ! গৌহাটির রেডিওতে চেনা গান ও গলা শুনে অরুণ যখন বুঝল 'লিলি'ই পদ্ম...সে খুসী হল! খুঁজে যখন পেল, গৌহাটির গুনী সমাজ তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সঙ্গীত সভায়, আর লিলি? নদীর জল আর চাঁদের আলোর সঙ্গে তাল রেখে যে ঘুমপাড়ানী গান শুনলে মায়ের কোলের 'মণি-ঘুমোয়—পাড়া জুড়োয়'—সেই গানের ইংরেজী চালে শহুরে সংস্করণ গেয়ে সে প্রচুর হাততালি কুড়োচ্ছে। অরুণ অবাক হল. তার চাইতে বেশী অবাক হলেন তার গুরুদেব—বললেন—'এ গান বিকৃত করার অধিকার কোথায় পেলে তুমি?'...অরুণ ভাবে মনে মনে গুরুদেবের এই আঘাতের মূলে যুক্তি আছে—কিন্তু এত অভিমান কেন?...পদ্ম বোঝে, তার শিল্পী প্রাণের অপমৃত্যু হয়েছে অনেকদিন...হরেন দাস শুধু কাঁদে...এ কান্না দুঃখের না আনন্দের!

তাই পদ্ম কুসুম অবাক হ'য়ে
নয়ন মেলে রয়।
অতিথ্ ভ্রমর শুধু—
গান গেয়ে চায় মধু—
লাজুক সন্ধ্যা তাই লাজে
আঁধার ছড়ায়।
তবু পদ্ম কলি দীঘির বুকে
ব্যাকুল হ'রে রয়।

(১১)

মনি ঘুমালো
পাড়া জুড়ালো
ঘুম পাড়ানী সুরে
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্
রব উঠেছে
সারা আকাশ জুড়ে॥
চাঁদের বুড়ি থুরথুরি
মাথা ভরা শোণের নুড়ি
আসবে নাকো ভয় দেখাতে
রইবে দূরে দূরে।
মনি ঘুমালো—
সোণা ঘুমালো—
যাদু ঘুমালো—
সোণা ঘুমালো—
ঘুম্ পাড়ানী সুরে
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ রব উঠেছে
সাড়া আকাশ জুড়ে।
আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়—
আয়ে ঘুম আয়।
মনি ভালো কেষ্ট ভালো না
আমার কাছে আয়
এ মণি বা'র নাই'রে কো'লে
কিসের জীবন তা'র॥
বাতাস একা জেগে আছে
জলের বুকে গাছে গাছে।
দামাল ছেলের মত সে যে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে—
মনি ঘুমালো, সোণা ঘুমালো
যাদু ঘুমালো সোনা ঘুমালো।
ঘুম পাড়ানী সুরে
ঘুম ঘুম ঘুম রব উঠেছে
সাড়া আকাশ জুড়ে।

(১২)

রাই জাগো গো
জাগো শ্যামের মনমোহিনী
বিনোদিনি রাই॥
জেগে দেখ আর তো নিশি নাই
গো জয় রাধে॥
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া
আছ রাধে ঘুমাইয়া
কুল কলঙ্কের ভয় কি তোমার নাই
গো জয় রাধে॥

(১৩)

নারদ মুনির বাহন রে
ধান ভানিস তিন কাহন রে
ও তুই স্বগ্যে যাবি নাকি
স্বগ্যে গেলেও ধান ভানিবি
বে-রস কাঠের ঢেঁকী॥
ও ঢেকী কি যে কয়
দে আলায় আলায় দে—
বুক্ বুক্ বুক্ হুস্
ঐ বাওয়া আইলো হুস্
ভুসি ওড়ে ওড়ে তুষ
ঐ বাওয়া আইলো হুস্।
মুড়ির লাইগ্যা চাল কুটিলাম
আউষ ধানের চিড়া কুটিলাম,
অতিথ্ আছে ঘরে।
ঢেঁকী আমার মাথা কুইট্যা
ঝুকুর ঝুকুর ক'রে।
ঢেঁকীর আগায় দীখ্লা চুরুন
মাটীর তলায় কাঠের পারুন।

ভূত পেত্নী রাক্ষস দল—জিন হুর পরী
বেক্ষদত্যি য়াম নামেতে—কাঁপে থরথরি
সেই বীরের কাহিনী ব'লো কেনা জানে
রামের পাঁচালী ব'লো কেনা জানে ॥
ঐ শুপারী গাছের মাথা ছুঁয়ে
বইছে বাতাস ঝাঁকি দিয়ে
একলা পথে ইলশা হাতে
ফিরছে দুখীর পো।
কাঁচা মাছের গন্ধ পেয়ে
ভূত বুঝি ঐ আসে ধেয়ে
নাকি সুরে দেয় বুঝি ডাক
মাছ দিও যাও—ও
যত ভয় বাড়ে—
সে গলা ছাড়ে—
ভূত আমার পূত ॥

(৭)

তর তর নাও খান।
তর তর নাও খান।
তর তর নাও খান ॥

(৮)

আল্লা মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই
আল্লা মেঘ দে।

আসমান হইল টুটা টুটা
জমিন হইল ফাটা।
মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে
মেঘ দিব তোর কেডা
আল্লা মেঘ দে ॥
ফাইটা ফাইটা রইছে কত
খালা বিলা নদী
পানির লাইগ্যা কাইন্দ্যা ফিরে
পঙ্খী জলদী
আল্লা মেঘ দে ॥
হালের গরু বাইন্দা
গেরস্ত মরে কাইন্দ্যা
ছাওয়ার পানে ফটো ফটো
নারীর অন্ত ঝরে
আল্লা মেঘ দে ॥
কপোত কপোতী কান্দে
খোপেতে বসিয়া
শুক্‌না কুলের কলি পড়ে
ঝরিয়া ঝরিয়া
আল্লা মেঘ দে ॥

(৯)

আয় বৃষ্টি ঝাঁপিয়া
ধান দেব মাপিয়া ॥

মেঘ রাজারে তুইনি সোন্দর ভাই
এক ঝুড়ি মেঘ দে ঘর ভিজ্যা যাই ॥
আয় বৃষ্টি নইড়্যা চইড়্যা
পাবতা মাছের ঘাড়ে চইড়্যা ॥
ঘরে ভিজ্যা যাইতে যাইতে মায় না দিল ঠাঁই
ধাক্কা দিয়া ফেলায় দিল কচু ক্ষেতের ফাইল ॥
কচু পাতায় ফটিক জল।
সই মা আইলো খাড়া চল ॥
কচু পাতার পানি ফুটি টলমল ক'রে
মা'র চোখের পানি ফুটি বুক ভাইস্যা পড়ে
জামের পাতা করম জা
ও ম্যাঘ জল দিয়া যা ॥
আম পাতা নড়ে চড়ে কাঁঠাল পাতা ঝরে
আইজে হইতে মোদের দ্যাশে খাড়া চল পড়ে।
ব্যাঙার হইব বিয়া শোলার মটুক দিয়া
লম্ফ দিয়া খাওরে ব্যাঙায় ম্যাঘ আন গিয়া ॥

(১০)

ঐ নীল আকাশের তলেরে
দীঘির কালো জলেরে
থরে থরে পদ্ম ফুটে রয় ॥
সেই পদ্ম ফুলের রূপেরে
ভ্রমর চুপে চুপে রে
পাগল হ'য়ে মন কথা কয়।

তাই পদ্ম কুসুম অবাক হ'য়ে
নয়ন মেলে রয়।
অতিথ্ ভ্রমর শুধু—
গান গেয়ে চায় মধু—
লাজুক সন্ধ্যা তাই লাজে
আঁধার ছড়ায়।
তবু পদ্ম কলি দীঘির বুকে
ব্যাকুল হ'য়ে রয়।

(১১)

মনি ঘুমালো
পাড়া জুড়ালো
ঘুম পাড়ানী সুরে
ঘুন্ ঘুন্ ঘুন্
রব উঠেছে
সারা আকাশ জুড়ে॥
চাঁদের বুড়ি থুরথুরি
মাথা ভরা শোণের নুড়ি
আসবে নাকো ভয় দেখাতে
রইবে দূরে দূরে।
মনি ঘুমালো—
সোণা ঘুমালো—
যাদু ঘুমালো—
সোণা ঘুমালো—
ঘুন্ পাড়ানী সুরে
ঘুন্ ঘুন্ ঘুন্ রব উঠেছে
সাড়া আকাশ জুড়ে।
আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়—
আয়ে ঘুম আয়।
মণি ভালো কেষ্ট ভালো না
আমার কাছে আয়
এ মণি বা'র নাই'রে কো'লে
কিসের জীবন তা'র॥
বাতাস একা জেগে আছে
জলের বুকে গাছে গাছে।
দামাল ছেলের মত সে যে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে—
মনি ঘুমালো, সোণা ঘুমালো
যাদু ঘুমালো সোনা ঘুমালো।
ঘুম পাড়ানী সুরে
ঘুম ঘুম ঘুম রব উঠেছে
সাড়া আকাশ জুড়ে।

(১২)

রাই জাগো গো
জাগো শ্যামের মনমোহিনী
বিনোদিনি রাই॥
জেগে দেখ আর তো নিশি নাই
গো জয় রাধে॥
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া
আছ রাধে ঘুমাইয়া
কুল কলঙ্কের ভয় কি তোমার নাই
গো জয় রাধে॥

(১৩)

নারদ মুনির বাহন রে
ধান ভানিস তিন কাহন রে
ও তুই স্বগ্যে যাবি নাকি
স্বগ্যে গেলেও ধান ভানিবি
বে-রস কাঠের ঢেঁকী।
ও ঢেকী কি যে কয়
সে আলায় আলায় সে—
বুক্ বুক্ বুক্ হুস্
ঐ বাওয়া আইলো হুস্
ভুসি ওড়ে ওড়ে তুষ
ঐ বাওয়া আইলো হুস্।
মুড়ির লাইগ্যা চাল কুটিলাম
আউষ ধানের চিড়া কুটিলাম,
অতিথ্ আছে ঘরে।
ঢেঁকী আমার মাথা কুইট্যা
ঝুকুর ঝুকুর ক'রে।
ঢেঁকীর আগায় দীথ্লা চুরুন
মাটীর তলায় কাঠের পারুন।

ডাইনা হাতে আইলা ছিলাম
বাইয়া হাতে ঝারুণ।
হাতী কাইনা কুলাখান—
ঝাড়ে ধুলা ঝাড়ে ধান—
চালুনে খুদ ঝরে।
ঢেঁকী আমার খুশী হইয়া
ঝুকুর ঝুকুর ক'রে
ক্যাচর ঝুকুর ক'রে
ঝুকুর ক্যাচর ক'রে।

(১৪)

ও ভাই—
গয়ান্ শুনে প্রাণ বাঁচেনা ভাই
ও মোর সাবিরুদ্দিন বলিছে তাই
কোথায় যাইয়া গানের যোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিল
গাইয়ান গাইয়া সাধ মিটাই—
দুই হাতে দুই খঞ্জনি বাজাই
ওস্তাদ আমার আকবরালী ভাই
তিনি তো ভাইঙ্গ্যা বলে না—।
একটা জাগার পুরুষ জ'লে নামিল
সে যে ডুব করণ্যা হ'ল
সদাগর এসে তারে ধ'রে নিল।
আবার বার বছরের মধ্যে নারী
তিনটা সন্তান তার হ'ল
ফির্যা নারী সেই ঘাটে এল
সেই ঘাটেনা এসে নারীরে
আবার পুরুষ হইল।
সে যে পুরুষ হ'য়ে দ্যাশে চ'লে যায়
তাহায় মনে বলে হায় রে হায়
কিনা করত্যা আর বা কিনা হয়।

(১৫)

মইশাল মইশাল ডাকি বন্ধুরে
এই না মাঠের ধারে
ত্যালাকুচা কালা ঘাস পোড়াও কেনে রইদেরে
মন কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
ও জইলা ম'রো মইশাল রে
জইলা কে'নে মরো—
ডাগর ডাগর পদ্মর পাতা
তুইলা মাথায় ধরো রে।
আমার ভিটায় বাইও বন্ধুরে
নাকের বরাবর
পাটের শোলায় বেড়া বাঁধা
খেজুর পাতার ঘর রে।
আদর কত করব বন্ধুরে
বসবার দিব পিড়া
তিলের নারু হা'তে দেব—
পাতে দেব চিড়া রে॥
মুড়ির মোয়া আরও দিব রে
দেব সপরি কলা—
শেতল কুয়ার জল দেব
ভিজাইতে গলারে।

(১৬)

শাকের নীলচারে
জনম জনম নোচা দিও বারে।
কলমীর শাক উইঠ্যা ব'লেরে আমার
তিকোণ তিকোণ পাতা,
আমারে খাইতে লাগে শুকা মরিচ ভাজা।
ডাঁটার শাক উইঠ্যা বলেরে আমার
গোল গোলানো পাতা
আমার খাইতে লাগে কাঁচা মরিচ কাটা।
কুমড়ার শাক উইঠ্যা ব'লে রে
আমার খসখসানো পাতা
আমারে খাইতে লাগে মটরের ডাল বাটা।—
পুঁই এর শাক উইঠ্যা বলেরে
আমার ত্যালত্যালানো পাতা—
আমারে খাইতে লাগে চিংড়ী মাছের মাথা।
সেমচীর শাক উইঠ্যা ব'লে রে
আমার ছোট ছোট পাতা,
আমারে খাইতে লাগে বোয়াল মাছের মাথা।
কচুর শাক উইঠ্যা বলেরে
আমার শির তোলানো পাতা,

আমারে খাইতে লাগে
ইলসা মাছের মাথা ।
কপির শাক্ উইঠ্যা বলেরে
আমার কোক্ড়া কোক্ড়া পাতা,
আমারে খাইতে লাগে
রুই মাছের মাথা ॥
লাউ এর শাক্ উইঠ্যা ব'লেরে
আমার ঢালা ঢালা পাতা,
আমারে খাইতে লাগে
বোষ্টম ঠাকুর দাদা ॥

(১৭)

আঁকা বাঁকা সরু পথ
মাঠের পাশে
গাঁয়ের ঝিয়ারী যবে সেথায় আসে ॥
নাচে নিলাজ হাওয়া
দোলে ডুরে শাড়ী
ঝড়ে রোদের আদর
ভরা দেহে তারি
রাখাল ছেলে থেমে
মুচকী হাসে ॥
তার চটুল চোখে জ্বলে আশার আলো
রূপের পিদীম মুখে দেখায় ভালো ॥
পায়ে নূপুর বাজে
কাঁপে বাঁকা ভুরু
ওড়ে হালকা আঁচল
হিয়া দুরু দুরু

বাঁশের বাঁশীর সুরে
ভালোবাসে ॥

(১৮)

যাও যাওরে চাঁদ যাও
ভেসে যাও
মেঘের ভেলায়
কোন সে দূর অজানায়
তারা জ্বলে দেয়ালী
মায়া ভরা হেয়ালী
কোন সে সারথী
যাও কোন ঠিকানায় ।
রূপালী এ নদী জল—
ঐ সবুজের ছায়াতল ।
তোমা র পথ চেয়ে রয় ।
আর চুপি চুপি কথা কয় ॥
রঙে রাঙা স্বপনে
আঁক ছবি গোপনে
নীরবে একেলা
এ মধু নিশি ছায় ॥

(১৯)

মন পবনের ডিঙ্গা বাইয়া
বন্ধুর দ্যাশে যাই
আমি বিনি সুতায় গাঁথি মালা
তারে যদি পাই ।
নদী ক'রে টলমল

ঝলকে ওঠে কালো জল ।
তামি বন্ধুর নামে দেব পাড়ি ।
* * *
হেই হেই হো
ঐ দূরে ঐ ॥
ভলগা ডেকে যায়
ঐ দূরে ঐ ॥
মাঝি তার ডাক শুনে
গান গেয়ে যায় ॥
* * *
হেই বৈঠা মার ভাই
হেই বাইচ খেলিতে যাই
স্রোতের টানে ঘরের পানে
কালচিনি দিয়া রে ভাই
কালচিনি দিয়া ॥

(২০)

প্রেম জ্বালা যে এমন তুষানল
আগে কে জানিত হায়
মন মজাইতে মনের পাখী
খাঁচা ছাইড়া যায় বন্ধুরে ॥
বন্ধুরে দুখের কুটা পইড়ল
আমার পোড়া আঁখিতে
আঁখি জলে ভইরা যায়
বুকের তলে জলের সোঁতা
ছলাৎ কী কলাৎ
কী ছলার ছলার করে রে
হায় হায় নিদয় বন্ধুরে ॥

বন্ধুরে তোমার ভিটা আমার ভিটা
যাওয়া আসা পায়ে হাঁইটা
যাওয়া আর আসা
আজি সবই হইল মিছা
মিছা খেলার ঠেলার এমন
ধুকধুস কী ধাকধুস
কী ধুকুর ধুকুর করে রে
হায় হায় নিদয় বন্ধুরে ॥
বন্ধুরে জনম ভইর‍্যা কাইন্দা মরি
ভাংগা ঘরেতে—
ঘরে আগুন লাগাইছে।
ম্যাঘ মানেনা জল মানেনা—
ঘুরুৎ কী ঘারুৎ
কী ঘর ঘরাইয়া জলেরে
হায় হায় নিদয় বন্ধুরে ॥

(২১)

আমারে ছাড়িয়া গুরু কই গেলা ঐ
আমি কইবা ছিলাম কইবা আইলাম
যায় বেলা ঐ।
আমি অকূলে পড়িয়া গুরু—
ডাকিলাম তোমারে
তুমি তরাইলে তরাইতে পার—
ভুলিয়া আমারে (গুরু)

(২২)

মন দুখে
মন দুখে মরিরে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধাবিনে।

বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল
শ্রীরাধা বিহনে রে,
ওরে শ্রীরাধা বিহনে রে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে।
সুবল রে ওরে প্রাণের সুবল,
ভাই বলি তোমারে সুবল
দাগা বলি তোরে।
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী সুবল রে···
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী।
ওরে প্রাণের সুবল
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী আইনা দে আমারে রে
ওরে আইনা দে আমারে সুবল সখা
ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে।
যখন আমার প্রাণ যাবে বাইন্ধ তমাল ডালে
যখন আমার প্রাণ যাবে বাইন্ধ তমাল ডালে
জলের ছলে শ্রীরাধিকা, জলের ছলে শ্রীরাধিকা
দেখিবে আমারে রে ওরে দেখিবে আমারে রে
সুবল সখা ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে
মন দুখে—

(২৩)

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে ॥
ফাঁদ পাতিছে কাঁদুয়া ভাই রে
পুটি মাছ দিয়া
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা
পড়ে উড়াল দিয়া রে ॥

ফাঁদে পড়িয়া রে বগা
ক'রে টানাটানি
ওরে আহারে কুন কুড়ার সুতা
হ'লু লোহার গুণারে ॥
ফাঁদে পড়িয়া রে বগা
ক'রে হায় হায়—
ওরে আহারে দারুণ বিধি
সাথী ছাইড়া যায় রে ॥
উড়িয়া যায় রে চকোয়ার পক্ষী
বগীক ক'লে ঠারে—
ওরে তোমার বগা বন্দী হইছে
ধল্লা নদীর পারে রে ॥
এই কথা শুনিয়া রে বগী
দুই পাখা মেলিল—
ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া
দরশন দিল রে
বগা দেখিয়া বগী কান্দে রে।
বগীক দেখিয়া বগা কান্দেরে।;

(২৪)

কলির কি অপার লীলা
ময়মনসিং এর জিলা
লুটে নিল দিনের বেলায় গেরাম সাত খানা

(২৫)

ওরে ও কাজল ভোমরা রে
কোনদিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে
যদি বন্ধু যাইবার চাও রে
কাঁধের গামছা থুইয়া যাও
কাজল ভোমরা রে।

বঙ্গ আসামের
মাঝিদ্বয়ের বন্ধুত্বের গান

বঙ্গদেশের মাঝি : আরে ও কাজল···

আসামের মাঝি : বন্ধু হে—
বহ্মপুত্রর পানী ।
কোন পিনে সাগর আছে
তালৈ নিয়া টানি ॥

বঙ্গদেশের মাঝি :=

আসামের মাঝি :—কোন বান্ধবর বসতি
গঙ্গানদীর পারে ।
কোন মানুহে হাঁহে কান্দে
পদ্মা নদীর পারে ॥

বঙ্গ :.....

আসামের মাঝি : এখন দেশর একেই মানুহ
এখন বহল নাও ।
ডন কাজিয়া তিয়াগ করি
সাগরলৈ যাওঁ ॥

বঙ্গ = = ···

দুজনে : অঃ কোন পিনে সাগর আছে
তালৈ নিয়া টানি·····
বাঃ

চরিত্র রূপায়নে :—

মানসী সোম, জীবনকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্ন্যাল, রবীন মজুমদার,
রসরাজ চক্রবর্ত্তী, দীপক মুখার্জী, ডি, জি, নৃপতি চট্টো, অমূল্য সান্ন্যাল, জগন্নাথ মোহান্ত, পদ্মা দেবী,
অপর্ণা দেবী,নমিতা সিংহ, মায়া আইচ, লীলাবতী, নীলিমা, ঋতা, ইরা ঘোষাল ও নবাগতা শিপ্রা সাহা,
খগেন পাঠক, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, অনু দত্ত, সুশীল চক্র, সুশীল দাস, অনিল দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, বলাই বসাক,
পরিতোষ রায়, সন্তু বোস, শ্যামল ঘোষ,নরেশ ঘোষ, রামু সিন্‌হা, মিঃ ইউসুফ, নিখিল চ্যাটার্জী, কালী বর্মণ।

সহকারী

পরিচালনায় : শান্তি মুখোপাধ্যায়, * সুনীল রায়। চিত্রগ্রহণে : অনিল ঘোষ (মন্টু)। শব্দগ্রহণে : জগৎ দাস
সঙ্গীতে : বাঁশরী লাহিড়ী * দীপক চক্রবর্ত্তী। সম্পাদনা : নির্মলানন্দ মুখোপাধ্যায়।
রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায় * গৌর দাস।

ভবতারিণী পিক্‌চার্সের আগামী চিত্র-পরিবেশন !

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিশু-চিত্র 'জন্মতিথি'র খ্যাতিলব্ধ প্রযোজক প্রতিষ্ঠান

আর. বি. ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

?

•

সমগ্র ভারতের পটভূমিতে গৃহীত এক ভিন্নতর চলচ্চিত্র !

এস. এম্. ফিল্ম্ ইউনিটের

যাত্রী

পরিচালনা : সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার

•

থ্রি. এম. প্রোডাকসন্সের চিত্র-বৈচিত্র

তারপর

প্রচার পরিচালক বিভাস সোম কর্তৃক পরিকল্পিত, সম্পাদিত ও ৮৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ভবতারিণী পিক্‌চার্সের পক্ষে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।